মেহেরপুর নিউজের সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক ও সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আইসিটি আইনে মামলা

সংবাদ প্রকাশের জেরে এবার মেহেরপুরে একটি অনিবন্ধিত অনলাইন পোর্টাল ‘মেহেরপুর নিউজের’ সম্পাদক পলাশ খন্দকার, বার্তা সম্পাদক মিজানুর রহমান ও সাংবাদিক ডালিমের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনের ৫৭ ধারায় মামলা করা হয়েছে।

গত সোমবার মুজিবনগরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আমলী আদালতে এ মামলা দায়ের করেন উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের কাজী কোমর উদ্দিন নামের এক সাবেক ইউপি সদস্য। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক পিবিআইকে আগামী ১৪ মে ২০২৩ তারিখের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

যদিও চলতি বছরের ১জানুয়ারি থেকে সাংবাদিক ডালিম মেহেরপুর নিউজ ছেড়ে দিয়েছেন। এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় বিলুপ্ত করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বাদীর অভিযোগ, গ্রামের নূরজাহান খানম নামের এক নারীর সাথে জমি জায়গা নিয়ে বাদীর বিরোধ রয়েছে। যা আদালতে মামলা বিচারাধীন এবং ফৌজাদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারা জারি আছে। ওই মামলায় গাছ কাটার কথা বলা নেই। কিন্তু মেহেরপুর নিউজে ‘২৭ বছর পর ঐ জমি নিজের দাবী করে জোর পূর্বক গাছ কাটার অভিযোগ’ শিরোনামে গত মাসের ১১ তারিখে সংবাদ প্রকাশ করে। যাতে বাদীর মানহানি হয়েছে বলে দাবী করেছেন।

এ ব্যাপারে সাংবাদিক ডালিম জানান, তিনি গত ১ জানুয়ারি থেকে মেহেরপুর নিউজে কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনের মুজিবনগর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন।

মামলায় বাদী পক্ষের আইনজীবী সিরাজুল ইসলাম জানান, মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

তবে, তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা বিলুপ্ত হলেও সে ধারায় মামলা এবং সাংবাদিক ডালিম ঘটনার অনেক আগে মেহেরপুর নিউজ

ছেড়ে দিলেও তাকে কেন আসামী করা হলো এ প্রশ্নের জবাবে সিরাজুল ইসলাম বলেন, ৫৭ ধারা বিলুপ্ত হয়েছে আমারা জানা ছিলো না। তবুও অনুরুপ কোন ধারায় মামলাটি রুপান্তিরত হবে। সাংবাদিক ডালিম কাজ করে না সেটা তিনি জানতেন না।

মেহেরপুরে জনপ্রতি ফিতরা নির্ধারণ ১১৫ ও সর্বোচ্চ ২৬৫০ টাকা

মেহেরপুরে জেলা ইমাম সমিতির উদ্যোগে ফিতরা ও যাকাত নির্ধারণী আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলাতে জনপ্রতি ১১৫ টাকা ও সর্বোচ্চ ২৬৫০ টাকা ফিতরা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ২টার সময় হোটেল বাজার জামে মসজিদে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি এইচ এম এম রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা ইমাম সমিতির উপদেষ্টা হাফেজ মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান, জেলা ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজ উদ্দিন, পৌর ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা শাহাজালাল, মেহেরপুর সদর ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা সানোয়ার, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নাসির উদ্দিন, মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব, মাওলানা শরীফ উদ্দিন, হাফেজ জামাল উদ্দিন, হাফেজ কাশেম আলী, মাওলানা আব্দুল বারী, জাহিদ হাসান, বোরহান উদ্দিন, হাফেজ শাহীন, ইদ্রিস, সজল, আব্বাস আলী, হাফেজ আব্দুল করিম, আব্দুর রহমান, শাহজাহান মুক্তি, নুর ইসলাম সামিউল সহ মেহেরপুর জেলা জাতীয় ইমাম সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের যাদবপুরে পুকুর কেটে মাটি বিক্রির অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদবপুরে কৃষি জমির পাশে গভীর করে পুকুর কেটে মাটি বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে গোলাম কিবরিয়া নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আশেপাশের কৃষি জমির মালিকরা এ নিয়ে গভীর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। তবে পুকুর কাটার অনুমতি চেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেছেন গোলাম কিবরিয়া। তবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এখনো কোন অনুমোদন দেননি।

গতকাল সরেজমিনে যাদবপুর গ্রামে পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, চারবিঘা সমপরিমানের পাশাপাশি তিনটি পুকুর রয়েছে। এর মধ্যে দুই পাশের দুটি পুকুর গোলাম কিবরিয়ার । মাটি বিক্রির উদ্দেশ্যে দুটি পুকুরই প্রায় ২৫ ফুট গভীর করে খনন করা হয়েছে। ফলে আশেপাশের আবাদি জমির পরিবেশের ভারসাম্যহীনতায় পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছিুক আশেপাশের কয়েকজন অভিযোগ করে বলেন, অনেক গভীর করে পুকুর খননের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। কিবরিয়াকে কিছু বলতে গেলে হুমকি-ধামকি দেয়।

সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘পুকুর কাটা খবর পেয়ে এর আগে ঘটনাস্থলে গিয়ে মাটি কাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম এবং ইউএনও স্যারের কাছে পুকুর কাটার অনুমতি নিতে বলেছিলাম। দীর্ঘদিন মাটি কাটা বন্ধও ছিলো। গতকাল থেকে আবার মাটি কাটার খবর পেয়ে আবার গিয়ে কাজ মাটি কাটা বন্ধ করতে বলেছি।’

তবে কিবরিয়ার কর্মচারী আহসান জানান, তহশিলদার সাইদুল ইসলাম এসে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে কেটে শেষ করে ফেলতে বলেছেন। তিনি বন্ধ করতে বললে কি আমাদের ক্ষমতা আছে মাটি কাটার। তাছাড়া, এই পুকুরে পানি থাকে না বলে গভীর করে খোড়া হচ্ছে যাতে মাছ চাষ করা যায়।

অভিযুক্ত গোলাম কিবরিয়া বলেন, ‘১৯৭৯-৮০ সালে এই পুকুর কাটা। পুকুরটি সংস্কারের জন্য নতুন করে কাটা হচ্ছে। প্রথম পুকুরের মাটি দিয়ে আমার বাড়ি একটি গর্ত ভরাট করেছি, শোয়েবের ইটভাটায় বিক্রি করেছি। কিন্তু এই পুকুরটি কাটতে গিয়ে শুধু বাঁধা পড়ছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছি। আপনারা

(সাংবাদিকরা) এ নিয়ে ঝামেলা কইরেন না। আপনারাও আমার হয়ে যান।’

গোলাম কিবরিয়া দম্ভোক্তি করে বলেন, ‘আপনাদের কে পাঠিয়েছে তার নামটা বলেন। তাকে দেখে নিচ্ছি বলে হুমকিও দেন।’
এ ব্যাপারে মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী ভূমি কমিশনার (এসি ল্যাণ্ড) মো. আব্দুল্লাহ আল বাকী বলেন, ‘গোলাম কিবরিয়া নামের কারো পুকুর কাটার অনুমোদন আছে বলে জানা নেই। তবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ভূমি কর্মকর্তার সাথে জেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বঙ্গবাজারের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে পাশের বরিশাল প্লাজায়

সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও রাজধানীর বঙ্গবাজারে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৫০টি ইউনিট। এর মধ্যে বঙ্গবাজারের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে পাশের বরিশাল প্লাজায়।

মঙ্গলবার (৪ এপ্রিল) বেলা ১১টার দিকে বরিশাল প্লাজায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ফায়ার সার্ভিসের পাইপে পানি নেই। তারা মার্কেটের ভেতরে না ঢুকে বাইর থেকে পানি দিচ্ছে। অথচ, এটা টিনের মার্কেট হওয়ায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।



ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মকর্তা বলেন, আমাদের ইউনিটের গাড়ির সঙ্গে আসা পানি অনেক আগেই শেষ। পরে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক

মুসলিম হলের পুকুর থেকে পানি নিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছি। তবে পানির চাপ অনেক কম। মাঝখানে ১০ মিনিট পানি ছিটানোর কাজ ব্যাহত হয়েছিল। এখন পানি দেওয়ার কাজ চললেও প্রেসার অনেক কম, তাই নিয়ন্ত্রণে ব্যাঘাত ঘটছে। এ ছাড়া আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় আরও সমস্যা হচ্ছে।

মঙ্গলবার (৪ এপ্রিল) সকালে ৬ টা ১০ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। পরে ৬টা ১২ মিনিটে তাদের প্রথম ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠায়। এতে একে একে ফায়ার সার্ভিসের ৫০টি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রাফি আল ফারুক।

সূত্র: ইত্তেফাক

আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক আবুল কাসেম বহি:স্কার

প্রেস ক্লাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও শৃংখলা ভঙ্গসহ বিভিন্ন অভিযোগে গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাব থেকে আজীবনের জন্য বহি:স্কার করা হয়েছে আবুল কাসেম অনুরাগীকে।

আবুল কাসেম অনুরাগী গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সদস্য ও দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক।
গতকাল দুপুর ১২ টার সময় গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ও সকল সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে তাকে বহি:স্কার করা হয়। এসময় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অসৎ উদ্দেশ্যে পত্রিকার ভয়ভীতি প্রদর্শন করছেন আবুল কাসেম অনুরাগী। আবুল কাসেম অনুরাগীকে বহি:স্কারের পর সাথে সাথে একটি রেজুলেশন করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এমএ লিংকনের সভাপতিত্বে

সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন, সাধারণ সম্পাদক এমএন পাভেল, প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন, সিনিয়র সাংবাদিক ও সাবেক সহ-সভাপতি সাহাজুল সাজু, হারুন অর রশিদ রবি, লিটন মাহমুদ, রাকিবুল ইসলাম কবি, মাসুদ রানা, মিয়াদুল ইসলাম, রাসেল আহমেদ, রকি প্রমুখ।

আবুল কাসেম অনুরাগীকে বহি:স্কার প্রসঙ্গে প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম এ লিংকন বলেন, প্রেস ক্লাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, শৃংখলা ভঙ্গসহ নানা অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যদের তাৎক্ষনিক মতামত নিয়ে তাকে চুড়ান্তভাবে বহি:স্কার করা হয়েছে। এনিয়ে একটি রেজুলেশন করা হয়েছে।

গাংনীতে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা

কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করা, অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় মুড়ি তৈরি, পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও প্রদান না করা, তুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করাসহ নানা অভিযোগে একটি মুড়ি কারখানা ও একটি মুদি দোকানে ভ্রাম্যমান অভিযান চালিয়ে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ সোমবার (৩ এপ্রিল) দুপুরের দিকে গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের মা মুড়ি কারখানা ও মেসার্স সুমন স্টোর নামক তেল চিনির পাইকারি ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে এই অভিযান চালানো হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এই অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় তাকে সহযোগিতায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার মোঃ তারিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ মশিউর রহমান ও মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একদল পুলিশ সদস্য।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা

কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, মেসার্স মা মুড়ি মিলের কারখানায় কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করা, অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় মুড়ি তৈরিসহ নানা অপরাধে প্রতিষ্ঠানের মালিক মো: কিবরিয়াকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও প্রদান না করা, মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করায় মেসার্স সুমন স্টোর নামক তেল চিনির পাইকারি ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৪৫ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠানে ৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পরে গাংনী বাজারে তরমুজ ও ফলের দোকানগুলো তদারকি করা হয়। ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় ও ক্রয় ভাউচার সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ১১ গ্রাম হেরোইনসহ ২মাদক ব্যবসায়ী আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-২ গাংনী ক্যাম্পের অভিযানে ১১ গ্রাম হেরোইনসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।

আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের ঘোষপাড়া এলাকার আব্দুস সাত্তারের ছেলে শাহীন হোসেন (১৯) ও একই গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার ইসরাফিল আলীর ছেলে রফিকুল ইসলাম(৩২)। এসময় তাদের নিকট থেকে মাদক ক্রয় বিক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত ২টি মোবাইলফানে ও নগদ ১১’শ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

আজ সোমবার (৩ এপ্রিল) ভোরের দিকে র্যাবের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা-দক্ষিণ

যাদবপুর রাস্তার ঈদগাহ মাঠের সামনে থেকে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ এই ২ মাদক কারবারীকে আটক করা হয়।

দুপুরের দিকে র্যাব-১২ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (এএসপি) গোলাম ফারুক স্বাক্ষরিত প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য জানা গেছে।

র্যাব-১২ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (এএসপি) গোলাম ফারুক বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দক্ষিণ যাদবপুর ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই দুজন মাদক কারবারীকে আটক করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে ১১ গ্রাম হেরোইন, ১১ শ নগদ টাকা ও ২ টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

এঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় র্যাবের পক্ষ থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আটকদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসক মো. আজিজুল ইসলামের যোগদান

মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসক মো. আজিজুল ইসলামের যোগদান করেছেন। আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তিনি যোগদান করেন।

বিদায়ী জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান উপস্থিত থেকে মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক মোঃ আজিজুল ইসলামকে ফুলদিয়ে বরণ করে নেন।

এ সময় উপস্থিত উপপরিচালক স্থানীয় সরকার মৃধা মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাস,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) লিউজা-উল-জান্নাহ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ওবায়দুল্লাহ, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী

অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু, সিনিয়র সহকারী কমিশনার (রাজস্ব শাখা) রনি খাতুন, সহকারী কমিশনার (নেজারত শাখা) গোলাম রাব্বানী সোহেল, সহকারী কমিশনার (শিক্ষা শাখা) মো. আবীর হোসেন, সহকারী কমিশনার (জেলা প্রশাসকের গোপনীয় শাখা) সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সহ বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে নামাজরত মুসল্লিসহ ৪ জনকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম

ইফতার শেষে মসজিদে নামাজরত অবস্থায় হামলা চালিয়ে নারীসহ ৪ জনকে আহত করেছে প্রতিপক্ষরা।
আহতরা হলেন গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট গ্রামের খেদ আলীর ছেলে শাহিন (৪০), মখলেছুর রহমানের স্ত্রী তহমিনা খাতুন (৫০) তার ছেলে সাহারুল ইসলাম (৩৫) ও টোকন হোসেন (২২)। অপরদিকে হামলাকারী মোতালেব হোসেন (৩০) আহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার মাগরিবের নামাজ চলাকালিন সময়ে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

রফিকুল ইসলামের ছেলে মোতালেব হোসেন ও নমাজ আলীর ছেলে আতাউল ইসলামের নেতৃত্বে ৩০/৪০ জন লোক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে অতর্কিত এই হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেন আহত টোকন হোসেন।

তিনি জানান, আমার পিতা মখলেছুর রহমান বাড়ির পাশে ১ শতক জমি দেড় লাখ টাকায় বিক্রি করেছেন। জমি বিক্রির দেড় লাখ টাকা একই গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে দালাল মোতালেব হোসেন নিয়ে নেন। গত শনিবার এনিয়ে গ্রাম্য সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সালিশ বৈঠকে দালাল মোতালেব হোসেন মাত্র ৫০ হাজার টাকা ফেরত দেন। গতকাল রবিবার মোতালেব হোসেন ও আতাউল হকের নেতৃত্বে সন্ধ্যায় হঠাৎ ৩০/৪০ জন লোক লাঠি শোঠা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে আমাদের রক্তাক্ত জখম করেন। আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেরের উপসহকারি মেডিকেল অফিসার

(স্যাকমো) শরীফুল ইসলাম বলেন, শাহিন ও সাহারুল ইসলামের মাথায় রক্তাক্ত জখম হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

১০ বছরের ভিক্ষা জীবন ছেড়ে ব্যবসায়ী প্রতিবন্ধী সাগর

ভিক্ষা করে পাওয়া হাজার টাকার চেয়ে ব্যবসা করে দুইশ টাকা রোজগার অনেক সম্মানের ঠেলা গাড়িতে গ্রাম ও শহর ঘুরে ভিক্ষা করে ৪০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা রোজগার করতাম। সে রোজগারে কোন বরকত ছিলনা। ছিলনা সম্মান। অনেক সময় পরিচিত লোক দেখে লজ্জায় মাথা নুইয়ে যেতো। ভিক্ষা করা খুবই লজ্জার একটি পেশা। ধর্মীয় ভাবেও এ পেশায় স্বীকৃতি নেই। ভিক্ষার টাকা থেকে সংসার চালিয়ে কিছু টাকা সঞ্চয় করে রাখতাম । আমি এখন আর ভিক্ষা চাইনা। এখন আমি ব্যবসা করি জীবন বদলের কথা গুলি বলছিলেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের মৃত পিয়ারুল ইসলামের প্রতিবন্ধী ছেলে সাগর আহম্মেদ। তিনি ১৫ বছরের ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে এখন ব্যবসা করে সংসার চালাচ্ছেন। তার জীবন বদলের কথা শুনে অনেকেই বাহবা দিচ্ছেন আবার সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেকেই।

সাগর আহাম্মেদের বয়স এখন ৩০ বছর। জন্ম থেকেই শারীরীক প্রতিবন্ধী। দুটি পা একেবারেই অকেজো। হাত দিয়ে ঠেলা গাড়ি চড়ে চলাফেরা করতে হয় তাকে।

চার মাস বয়সে সাগররের বাবা মারা যায়। দুই বছর বয়সে মা মুনজিরা খাতুন অন্যত্র বিয়ে করে চলে যান অন্যের সংসারে। নানির সংসারে সাগর আহাম্মেদ বড় হয়ে ওঠে। সাগরকে লালন পালন করে বড় করেছেন বৃদ্ধা নানি মদিনা বেগম। ১৫ বছর বয়সে জীবন জীবীকার তাগিদে ঠেলা গাড়িতে করে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করতেন। ভিক্ষাবৃত্তি করে কোনদিন ৪০০ টাকা আবার কোনদিন ৫০০ টাকা রোজগার হতো। এ দিয়েই বৃদ্ধা নানিকে নিয়ে সংসার চালাতো সাগর আহাম্মেদ। ভিক্ষা করতে যেয়ে নানা প্রতিকুলতার মধ্যে পড়তে হতো তাকে। দু’টি পা তার অকেজো হওয়ায় দুই হাত দিয়ে পায়ের কাজটি করতে হয় তাকে। সকালে ঘুম